আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

১ অক্টোবর ২০২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ইউরোপ, স্পেন এবং সিসিলীতে কোন এক উপলক্ষে এক বক্তৃতায় তবলীগ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন করার সময়ে, হযরত উমর (রাঃ)এর যুগের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, হযরত আবু উবায়দা হযরত উমর (রাঃ)কে লিখেন, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি তাই আরো সৈন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। হযরত উমর (রাঃ) বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে পরামর্শ করার পর, একটি গোত্র থেকে যুবকদের একত্রিত করে হযরত আবু উবায়দাকে লিখে পাঠান, তোমার সাহায্যে আমি তিন হাজার সৈন্য অমুক অমুক গোত্র থেকে এবং অবশিষ্ট তিন হাজারের সমান আমর বিন মা'দী কারব্-কে পাঠাচ্ছি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, আমাদের কোন যুবককে যদি তিন হাজার লোকের মোকাবিলায় পাঠানো হয় তাহলে সে বলবে, এ কেমন কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত কথা! একজন কি তিন হাজার লোকের মোকাবিলা করতে পারে! কিন্তু লক্ষ্য করুন, এই আপত্তি না করে তারা তাঁকে তিন হাজার লোকের সমতুল্যই জ্ঞান করেছে এবং অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে তাঁকে স্বাগত জানায়। এভাবে স্বাগত জানানোর ফলে শত্রুদের মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কারণ, তারা মনে করে যে, সম্ভবত এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ সৈন্য মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসে গেছে। একারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পা হড়কে যায় আর তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তিনি (রাঃ) বলেন, আমাদেরও আপাততঃ এভাবেই নিজেদের মনকে আশ্বস্ত করতে হবে। ইউরোপের স্পেন ও সিসিলী প্রভৃতি স্থানে তবলীগের পন্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রাঃ) এ ঘটনার বর্ণনা করেন।

মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের ক্ষেত্রে একটি যুদ্ধের নাম ছিল ফারামার যুদ্ধ। ফারামা মিশরের একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। এটি ভূমধ্যসাগর ও পালুজির (মুখের) নিকটবর্তী এক পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যা নীল নদের শাখাগুলির একটি শাখা। আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আসের অনুরোধে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আমর বিন আসকে চার হাজার সৈন্যসহ মিশর অভিমুখে প্রেরণ করেন, কিন্তু একই সাথে এ নির্দেশও দেন, যদি মিশর পৌঁছার পূর্বে আমার পত্র হস্তগত হয় তবে ফেরত চলে আসবে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলেও এ বর্ণনাটিই সব চাইতে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কাফেলা আরিশ পৌঁছলে, হযরত উমরের (রাঃ)'র পত্র হস্তগত হয়। তাতে সামনে অগ্রসর হবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, যেহেতু নির্দেশনা শর্তযুক্ত ছিল তাই হযরত আমর বলেন, এখন আমরা মিশরের সীমান্তে এসে গিয়েছি। যাহোক যখন তারা মিশর পৌঁছল তখন সামনেই অগ্রসর হতেই হত, কেননা মু'মিন পিছপা হয় না। রোমানরা এ সংবাদ পেয়ে যে, হযরত আমরের সাথে আগত সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই কম এবং তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি খুবই দুর্বল, তাই তারা দীর্ঘদিন অবরোধ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি আর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি তাই তাদের পিছু হটাতে বা পরাস্ত করতে সক্ষম হবো। এ ভেবে রোমানরা দুর্গবন্দী হয়ে যায়। অন্যদিকে হযরত আমর বিন আস কয়েক মাস অপেক্ষার পর, একদিন কিছু রোমান সেনাবাহিনী দূর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। রোমান সেনাবাহিনীর দলটি বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে আসে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলমানরা জয় লাভ করে এবং রোমানরা পরাজিত হয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দৌড়ে দ্রুততার সাক্ষর রাখে এবং রোমানদের দরজায়

পৌঁছার পূর্বেই কিছু মুসলমান ফটকে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছে দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং সেই থেকেই মুসলমানরা মহান বিজয়ের পথ উন্মোচন করে।

হযরত আমর বিন আস ফুস্তাত থেকে ৩০ মাইল দূরবর্তী সিরিয়ার পথে অবস্থিত একটি শহর জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। রোমানবাহিনী পথ অবরোধ করে-যাতে করে মুসলমানরা বেবিলনের দুর্গ পর্যন্ত যেন পৌঁছাতে না পারে। রোমান সেনাবাহিনী এখানেই লড়াই করতে চাইছিল কিন্তু, হযরত আমর তাদের সামনে হয় ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া কর প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং একইসাথে মিশরীয়দের সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর মিশর জয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনালেন। অতঃপর হযরত আমর বিন আস তাদের চারদিনের সময় দিলেন। তথাপিও তারা রাতারাতি মুসলমানদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। ফলে, মুসলমান বাহিনীর একটি বড় সংখ্যক সেনা এই যুদ্ধে শহীদ হন এবং রোমানদের এক হাজার সেনা নিহত হয়, তিন হাজার সেনা বন্দী হয় এবং বাকী সৈন্যদল রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করে আর কেউ কেউ বলে যে, তারা এই যুদ্ধেই মারা গেছে। মুসলমানদের সহিত বিলবিসে এক মাস পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যহত থাকে এবং পরিশেষে মুসলমানরা বিজয়ী হয়।

এই যুদ্ধ চলাকালে বিলবিসে আল্লাহ্তা'লা যখন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন তখন এতে মুকাওকিসের কন্যা বন্দী হয়, যার নাম আরমানুসা ছিল। সে তার পিতার প্রিয়তমা কন্যা ছিল। সে তার সেবিকার সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিলবিস এসেছিল। মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করলে হযরত আমর বিন আস (রাঃ) সকল সম্মানিত সাহাবীদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহ্তা'লার এ বাণী পড়ে শোনান, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান কি অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছু হতে পারে? এ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, মুকাওকিস আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)এর সমীপে উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে ছিলেন। এরপর হযরত আমর বিন আস (রাঃ) মুকাওকিসের কন্যা আরমানুসাকে তার সকল অলঙ্কারাদি, অন্যান্য মহিলা এবং সকল সেবিকাসহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ফেরার সময় আরমানুসার দাসী তাকে বলে, আমরা সব দিক থেকে আরবদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে আরমানুসা বলে, আরব তাঁবুতে আমি আমার জীবন ও সম্মানকে সুরক্ষিত বলেই মনে করি কিন্তু আমার পিতার দুর্গে নিজ জীবনকে সুরক্ষিত মনে করি না। এরপর সে তার পিতার নিকট পৌঁছলে তার সাথে মুসলমানদের আচরণ দেখে সে (তার পিতা) খুব আনন্দিত হয়। সকলেই আমর বিন আস (রাঃ)এর এহেন কার্যকে সঠিক আখ্যা দেয়। এ ঘটনা মুসলমানদের বিচক্ষণতা এবং অতি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে।

নীল নদ তীরবর্তী বর্তমানে যেখানে কায়রোর মহল্লা আয্বুকিয়া অবস্থিত সেখানেই সে যুগে উম্দুনায়েনের জনপদ ছিল আর যেটিকে রোমানরা দুর্গাবদ্ধ করে রেখেছিল। নীল নদের ঘাটে অনেক নৌকা নোঙ্গর করা থাকত। এই জনপদ ব্যাবিলনের উত্তরে ছিল যা মিশর শহরের সবচেয়ে বড় দুর্গ ছিল। উম্দুনায়েনের কাছে গিয়ে মুসলমানেরা শিবির স্থাপন করে। রোমানরা ব্যাবিলনের দুর্গে তাদের সর্বোত্তম সৈন্যদের পৌঁছে দিয়েছিল আর উম্দুনায়েন দুর্গকে খুব ভালোভাবে সুদৃঢ় করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তারা জানত যে, আরবদের সাথে খোলা মাঠে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও উম্দুনায়েনের সৈন্যরা কখনো কখনো বের হত এবং ব্যর্থ আক্রমণের পর ফিরে যেত। এভাবে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রাঃ) মুসলমান সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য ৪০০০ অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) এই সহায়ক-সৈন্যদল প্রেরণের পাশাপাশি হযরত আমর বিন আস (রাঃ)কে পত্র লিখেন, এখন তোমার সাথে ১২,০০০ মুসলিম যোদ্ধা রয়েছে। সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে এ সংখ্যা কখনো পরাজিত হবে না। রোমান যোদ্ধারা কিব্তী সৈন্যদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পরিশেষে শত্রুরা পরাজিত হয়।

ফুসতাত জয়ের পর হযরত উমর (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অবরোধ নয় মাস ব্যাপী চলতে থাকে। হযরত উমর (রাঃ) উদ্বিগ্ন হন এবং চিঠি লিখে বলেন, তোমরা সম্ভবত সেখানে থেকে আরাম-প্রিয় হয়ে গিয়েছ, অন্যথায় বিজয় অর্জনে এতটা বিলম্ব হতো না! এই বার্তা দিয়ে মুসলমানদের জিহাদে অনুপ্রাণিত কর এবং আক্রমণ কর।

হযরত উমর (রাঃ)এর এই পত্র পড়ে শোনানোর পর হযরত আমর বিন আস (রাঃ) হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ)কে ডেকে এনে তার হাতে পতাকা তুলে দেন। এরপর মুসলমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে এবং শহর জয় করে নেয়। তখনই হযরত আমর মদিনায় দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে বলেন, যত দ্রুত যেতে পার যাও আর আমীরুল মু'মিনীনকে সুসংবাদ শোনাও। দূত উঁটে চড়ে একের পর এক গন্তব্য মাইল-ফলক অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছে। যেহেতু দুপুরবেলা ছিল, তাই এটি বিশ্রামের সময় ভেবে খলীফার দরবারে যাওয়ার পূর্বে সে সোজা মসজিদে নববীর দিকে যায়। ঘটনাক্রমে হযরত উমরের সেবিকা সেখানে আসে এবং জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ? দূত বলে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছি। সেই সেবিকা তখনই গিয়ে সংবাদ দেয় এবং একই সাথে ফিরে এসে বলে, চল! আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে ডেকেছেন। হযরত উমর (রাঃ) অপেক্ষা না করে নিজে আসতে উদ্যত হন আর তিনি চাদর ঠিক করছিলেন, এমন সময় দূত পৌঁছে যায়। বিজয়ের অবস্থা শুনে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করেন। এরপর দূত হযরত উমরের (রাঃ)'র সাথে তাঁর ঘরে যায়। হযরত উমর (রাঃ) দূতকে জিজ্ঞেস করেন যে, সোজা আমার কাছে কেন আস নি? সে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি বলেন, তুমি আমার ব্যাপারে এমনটি কেন ভাবলে? আমি যদি দিনের বেলা ঘুমাই তাহলে খিলাফতের বোঝা কে বইবে?

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের মাধ্যমে পুরো মিশর বিজয় হয়ে যায়। এসব যুদ্ধে বহুল পরিমাণে যুদ্ধবন্দী করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) সকল যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে হযরত আমরকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সবাইকে ডেকে বলে দাও, তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা চাইলে মুসলমান হতে পারে অথবা নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারে।

আলেকজান্দ্রিয়ার এই বিজয়ের প্রেক্ষিতে বিরোধীরা, বিশেষতঃ খ্রিষ্টান লেখকদের পক্ষ থেকে একটি আপত্তি করা হয় যে, হযরত উমর (রাঃ) আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক বড় একটি লাইব্রেরীকে পোড়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন। যার আগুন ছয় মাস পর্যন্ত জ্বলতে থাকে! আর এই আপত্তির মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যে, মুসলমানরা নাঊযুবিল্লাহ্ কতটা বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার বিরোধী ছিল! অথচ যুক্তি ও লেখনী উভয় দিক থেকে এই আপত্তি সম্পূণ বানোয়াট ও জাল বলে প্রতিভাত হয়, কেননা যে জাতিকে তার নেতা ও পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই কথা বলেছেন যে, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।' আর যিনি এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, 'জ্ঞান অর্জন কর যদিওবা (এর জন্য) চীন পর্যন্ত যেতে হয়।' এমন লোকদের ওপর লাইব্রেরী পোড়ানোর অভিযোগ আরোপ করা যুক্তি এবং প্রজ্ঞার নীতি বিরোধী। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) স্বীয় পুস্তক 'তাসদীক্ব বারাহীনে আহমদীয়া' তে রচনামূলক দলিল প্রমাণাদি সহ তথ্য ও যুক্তি দিয়ে এই আপত্তি খণ্ডন করেছেন।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ)'র খেলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের গণ্ডি দূর-দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে জিহুন এবং সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে পশ্চিমে আফ্রিকার ধূসর মরুভূমি পর্যন্ত আর উত্তরে এশিয়া মাইনরের (অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত তৎকালীন সাইলেসিয়া প্রদেশ) পাহাড় ও আর্মেনিয়া থেকে নিয়ে দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং নুবিয়া পর্যন্ত একটি বিশ্বময় বিস্তৃত দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। নুবিয়া দক্ষিণ মিশরের একটি সুবিস্তৃত এলাকা যেখানে নানা জাতি-ধর্ম -বর্ণ ও সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের অভ্যুদয় ঘটে। কেবল মিশরীয় অঞ্চলেই নয় বরং মুসলিম শাসিত গোটা অঞ্চলে বৈচিত্রপূর্ণ নানা জাতি, ধর্ম ও সভ্যতার বসতি ছিল আর সবাই ইসলামের ন্যায় ও দয়ামায়ার সুশীতল ছায়াতলে পরম শান্তিতে বসবাস করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, যেখানে আল্লাহ্তা'লার পক্ষ থেকে চড়ের বিপরীতে চড় মারার অনুমতি দেয়া আছে সেখানে ইসলাম এ-ও বলেছে যে, যদি তোমরা তা শান্তির পরিপন্থী বলে মনে কর তবে তোমরা নিরব থাক ও চড়ের বিপরীতে চড় মেরো না। তাই এসব যুদ্ধ সম্পর্কে সচরাচর যে যুক্তি ও প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয় যে হযরত আবুবকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রাঃ) আফগানিস্তান, বুখারা ও কুর্দ প্রমুখ গোত্রগুলিকে ক্ষমা কেন করেছিলেন? তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তাঁরা জানতেন, কোন কোন গোত্র মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেনি বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তা'লা এই আক্রমণ করেছেন যেন মুসলমানরা সজাগ হয় এবং তাদের মাঝে

এক নবজীবন ও নব প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এক খোতবার মাধ্যমে জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, বিপদ-আপদ আসে এবং সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য। যদি এসব বিষয়ে আমরা শুধু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে থাকি এবং আত্মশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দেই তবে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে বিপদাবলী যখন দূর হয়ে যাবে এবং উন্নতি সাধন হবে তখনও আমাদের আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক থাকা উচিত। বর্তমানে এই বিষয়টিই প্রত্যেক আহমদীকে বুঝতে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

1 OCTOBER 2021

Bangla Translation Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in